সংবাদ

তারিখ ... 08 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

২৪ শ্রাবণ ১৪২২
8 August 2015

সম্পাদকীয়

প্রশ্ন ফাঁস : অপরাধীর কঠোর শাস্তি হতে হবে

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গত বুধবার একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের সঙ্গে যুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ নিয়মিত পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ছড়াচ্ছে কোচিং সেন্টার, গাইড বই ব্যবসায়ী, ফটোকপির দোকানদার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী, শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক ও বন্ধুবান্ধব। এ কাজে আর্থিকভাবে লেনদেন হয় ২০ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত চার বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পাবলিক পরীক্ষায় মোট ৬৩টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। তবে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রবণতা শুরু হয় ১৯৭৯ সালে।

প্রশ্ন তৈরি, ছাপানো ও বিতরণের সঙ্গে যুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের একাংশের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রশ্ন ফাঁস সম্ভব নয়। জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো হলো জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, প্রশ্নপত্র মুদ্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজি প্রেস, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং পরীক্ষা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

টিআইবি বলছে, নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রবণতা, প্রশ্ন প্রণয়নে দীর্ঘ ধাপ, জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া, একই শিক্ষককে প্রতি বছর প্রশ্ন প্রণেতা নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে বিকল্প প্রশ্নপত্র না থাকা ও বিজি প্রেসে প্যাকেটজাত করার জন্য প্রশ্ন হাতে গণনা করার সময় প্রশ্ন দেখে নেয়ার সুযোগ থাকায় প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। এর সঙ্গে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন করার সময়েও প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থেকে যায়।

সংশ্লিষ্ট কোনো অভিজ্ঞমহলই নিরপেক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে টিআইবির এই গবেষণা প্রতিবেদনকে হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেবে না। টিআইবির এই প্রতিবেদনের যথেষ্ট গুরুত্ব ও সত্যতা রয়েছে।

১৯৭৯ সাল থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। তবে বিগত কয়েক বছরে ব্যাপকভাবে যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। সমস্যা হচ্ছে বিষয়টিকে দুর্নীতি হিসেবে না দেখে অনেকটা রাজনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয়েছে। সেই কারণে যখনই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তখনই শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিকার করার চেয়েও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। শুধু তাই নয়, মামুলি সাজা দেয়া ব্যতীত প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের একজনেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। যার কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা যায়নি। এই বাস্তবতা মেনেই প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা দরকার।

শুধু টিআইবি কেন, উদ্ভূত এই মারাত্মক সামাজিক অপরাধটি নিয়ে দেশের বহু প্রথিতযশা শিক্ষাবিদও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। চোখ কান বন্ধ রেখে উদ্বিগ্ন ব্যক্তিদের প্রতি শুধু চোখ রাঙানি ও উষ্মা প্রকাশ করাটাই যথেষ্ট নয়। প্রধান কাজ হলো প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে যা যা করা দরকার সেটা করা এবং অপরাধীদের শক্ত হাতে দমন করা। তবে টিআইবি যে ১৯ ধাপের ঝুঁকির কথা বলেছে সেখানে সততা বজায় রাখা ও সাবধানতা অবলম্বনের পাশাপাশি কার্যকর মনিটরিংও অত্যন্ত জরুরি।